দৈনিক বাংলা

আদর্শ শিক্ষকের ইন্তেকাল

04 MAY 1987

04 MAY 1987
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... 4 ...

২০ শে বৈশাখ, ১৩৯৪

5

হোসনে আরা শাহেদ

'একজন আদর্শ শিক্ষকের ইন্তেকাল'—এমন একটি সংবাদ বেরিয়েছে ১লা মের দৈনিক বাংলায়। পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী থানার ভবানীপুর গ্রামের বাষট্টি বছরের সদ্য-প্রয়াত শিক্ষক আবদুল কাদিরের পরলোকগমনের খবরে বলা হয়েছে 'সত্যনিষ্ঠ ও আদর্শবান আবদুল কাদির দীর্ঘদিন শিক্ষকতা পেশায় নিয়োজিত ছিলেন।'

একজন প্রত্যন্ত অঞ্চলের শিক্ষকের, যিনি বর্ণালি শহরের বর্ণাঢ্য প্রতিষ্ঠানের কেউ নন, মৃত্যুও তাহলে খবর হয়? যিনি গাঁয়ের বিদ্যালয়েই কাটালেন জীবন, চাতুর্য আর কৌশলের সঙ্গে আপোসহীন রইলেন শেষতক, তাঁর আদর্শের সৌরভও তাঁর মৃত্যুর পরে এই বধিরপুরীতে তবে পৌঁছায়?

মনে হচ্ছিল ব্যাপারটি বুঝি তা নয়। এ মনে হওয়া এমনি এমনি নয়। আজকের দিনে একজন শিক্ষককেও হতে হয় কুশলী, প্রতিদ্বন্দ্বিতার দড়ি টানাটানিতে অংশ তাঁকে নিতেই হয়। নইলে তাঁর যতো নীতি, নিষ্ঠা, মেধা, মননশীলতা—সবই মার খায়।

প্রচারে আর প্রকাশে, প্রতিযোগিতায় আর প্রদর্শনীতেই আজকাল বিজয়ের শিরোপা, বিজয় স্তম্ভে গিয়ে উচাটন হতে-পারার মধ্যেই এখন রাজ্যের সার্থকতা—নেপথ্যের নিমগ্নতা একালে বিচার্য নয়।

এ কারণেই দেখা যায়, কর্মের চেয়ে ফলাফলেই আগ্রহ বেশি। যে যেখানে আছি, সকলেরই লক্ষ্য প্রথম সারি আর করতালি। মোক্ষ লাভ হয়ে গেলে মুখ্য উদ্দেশ্য হাসিল হয়, কর্তব্য-সম্পাদনে সততা গৌনই হয়ে দাঁড়ায়। আজকের দিনে যিনি মনে করেন—কর্মে সৎ হয়েই লক্ষ্য পূরণ করবেন, তিনি বিভ্রান্ত। জীবিকার প্রতি বিশ্বস্ততা আজ আর জীবনকে পুরস্কৃত করে না, এজন্য 'কৌশল' নামের হাতিয়ারটির বড় প্রয়োজন, এই হাতিয়ার এমনই অমোঘ, কাজ ছাড়াই এ 'কাজী' বানিয়ে দিতে সক্ষম। অন্তর্নিহিত বা অন্তরের খাঁটি কিছু নয়, শুধু দরকার বাহ্যিক আয়োজন। আড়ম্বরটাই একালে মূল্যায়িত হয়, আসল আড়ালে চলে যায়।

চলমান সমাজের এই দর্শনের প্রতিফলন শিক্ষাঙ্গনেও। এ কারণেই এই অঙ্গনে হাল আমলে কদর বেড়েছে জৌলুসের। বাইরের চমকটাই এখন শিক্ষাঙ্গনের প্রাণ। তুচ্ছ এখন শিক্ষার্থীর উৎকর্ষসাধন ও মন-মানসিকতার উন্নয়ন। ভালো মানের ফলাফলই একমাত্র ভালোত্বের নিশ্চিত বলে ভর্তি-পরীক্ষায় অতি-ভালো শিক্ষার্থীদের ভর্তি-করানোর প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। ভালো মেধার ও ভালো পরিবেশের শিক্ষার্থীদের মেলায় প্রতিষ্ঠানের গৌরব আপনিই খোলতাই হয়, প্রতিষ্ঠানের অবদানের হিসাব বাহুল্য হয়ে যায়।

মূল্যায়নের এই আধুনিক নীতির ফলে সুরভি না-ছড়িয়েও সৌরভমন্ডিত হওয়া চলে—তথাকথিত মেধাহীন অথবা স্বল্প মেধাবীদের যারা প্রাণপণ প্রয়াসে সীমিত সাধ্যে গড়ে তোলার ব্রত নেয়, তারা থাকে চিরঅন্ধকারে। পরিসংখ্যান ও ইভ্যাল্যুশনের দন্ডটির গুণে, কষ্ট না করে কেষ্ট লাভ সহজ হচ্ছে।

অভিনব এবং অত্যাধুনিক এ তথ্য প্রযোজ্য ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই। যিনি বা যাঁরা একবার যে করেই হোক 'নাম' করে ফেলতে পারেন, পরবর্তী পর্যায়ে ঐ নামের কল্যাণেই বিনাশ্রমে অনেক করতে পারেন। কর্মের দক্ষতা আর নয়, এর পরে শুধু ঐ নামটুকুর স্পর্শ পেলেই শিক্ষার্থী ও অভিভাবক ধন্য হয়ে যায়। অভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য অকাতরে কড়ি ব্যয় করতেও কুণ্ঠিত কুন্ঠিত নয়।

নামের বাহার এমনই 'এক মহৌষধ যার ফলে সকল বুদ্ধিমান প্রাণও বুদ্ধিহারা হয়ে যায়। সব বুঝেও কাজ করে গড্ডালিকা ধারায়। এ কারণেই সাম্প্রতিককালে পাঠ্যপুস্তককে একটি আঁচড় না দিয়েও 'নামটি' অনায়াসে ধার দেয়ার চমকপ্রদ প্রথা ক্ষেত্রবিশেষে চালু হয়েছে দেখা যায়। বলাবাহুল্য, ঐ নামটির ধার থাকতে হয় এবং ঐ ধারেই প্রকাশিত পুস্তক বিনাবিচারে আদৃত হতে পারে, হয়ও।

দূর-ভবিষ্যৎ নয়, নগদ-বর্তমানই আজকের বস্তুবাদী মনে পরম আরাধ্য। ফলে বাকির খাতা শূন্য রাখাই অধিকাংশের বিচারে শ্রেয়। এই মানসিকতা ছোঁয়াচে ব্যাধির মত। তাই এর বিস্তার ঘটছে দ্রুত। যে যেমন পারি, চাই শুধু খ্যাতি আর কড়ি। এই 'দোঁহার মিলন' ঘটিয়ে কার্যসিদ্ধির ফিকিরে থাকি। অধ্যবসায়ে নয়, সাধনায়ও নয়, এই সুখ্যাতি ছড়িয়ে দিতে হবে কুশলী-প্রচারে। এই কৌশলকে এক ধরনের শিল্পও বলা যেতে পারে। এই প্রচারশিল্প চক্রবৃদ্ধি সুদের মতোন লাভের পাল্লা ভারি করতে থাকবে। যশ ও সুনামের একালে এমন কদর—মৌমাছির মত ব্যাকুল শিক্ষার্থীরা আকুল হয়ে ঘিরে ধরবে।

হ্যাঁ, শিক্ষার্থীরাও আজকের দিনে প্রত্যক্ষ ফল-প্রত্যাশী। তাদের মধ্যে আমরাই এমন প্রত্যাশার সঞ্চার করছি। এভাবেই ঘটছে এই মহাআদর্শের সম্প্রসারণ। আজকের সরল শিক্ষার্থীকুল খোঁজে খ্যাতিমান গুরু, নিষ্ঠাবান না হলেও ক্ষতি নেই, যে গুরুর আশ্রয়ে আছে সহজ উত্তরণের এবং সম্ভব হলে বাজিমাতের মসৃণ সোপান, যিনি লক্ষ্যসাধনে অব্যর্থ, যিনি কথায় ও কাজে টু দি পয়েন্ট এবং অবশ্যই যথার্থ সংক্ষিপ্ত।

এমন সফল টীচারদের কাছে পাঠের বাড়তি প্রসঙ্গ, রেফারেন্স ইত্যাদি বাহুল্য; শিক্ষার্থীদের পরীক্ষামুখী করে তোলাই এখন একমাত্র লক্ষ্য। পরীক্ষা-ভিত্তিক 'এমন যুগোপযোগী' শিক্ষার কল্যাণে শিক্ষার্থীরাও জ্ঞানচর্চাকে ফালতু মনে করে পরীক্ষাচর্চাকেই সাধনার সার করে নিতে শিখছে। কোমলমতি বিদ্যার্থীদের জীবনের প্রস্তুতিলগ্নে এমন 'সার-সংক্ষেপপ্রবণ' করে লাভ হচ্ছে কি লোকসান, তা আজ আর কারও শিরঃপীড়া নয়।

জ্ঞানের সমুদ্র সীমাহীন, স্বয়ং নিউটন এই জ্ঞানসাগরের তীরের নুড়ি কুড়িয়েছিলেন মাত্র (তাঁরই উক্তিতে), এসব বিস্ময় মনে হয়। আজকের দিনে আমরা সকলেই জ্ঞানের ভান্ডার, 'বিশারদ' একেকজন, একবার ডিগ্রী অর্জন করেই যেন সেই বিষয়ের ওপর সার্বভৌম অধিকার পেয়ে গেলাম, আর প্রশিক্ষণ নয়, আর অনুশীলন নয়। এই অর্জিত বিদ্যারত্নকে জীবনাদর্শের ও জীবনাচরণের অলংকার না করে করি জীবনযাপনের অলংকার এবং এক ধরনের অহংকারে থাকি মগ্ন। কৃপণের মতো আত্মউন্নয়নে বিভোর হয়ে বিসর্জন দিই চিরকালের নীতি। মূল্যবোধ পরিবর্তন ও যুগ-কালের বিবর্তনের দোহাইয়ে আত্মসাফাইয়ের পথ খুঁজি। অতীত আজ প্রাচীন এবং মূল্যহীন—তার জন্য আফসোস, আক্ষেপ, অশ্রুপাত, সবই বুঝি অর্থহীন।

এমন পরিবেশে দূর গ্রামাঞ্চলের শ্রদ্ধেয় নিষ্ঠাবান শিক্ষক আবদুল কাদিরের প্রয়াণ গভীর বেদনারই কারণ। কেননা, যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক প্রবীণ শিক্ষকেরা আজ জীবিত রয়েছেন, তাঁদের সঙ্গেই সেই আদর্শটুকু তবু বেঁচে আছে। এঁদের অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে এই আদর্শেরও মৃত্যু ঘটবে—এ আশংকা প্রকাশ করা চলে নিঃসংকোচে।